সংবাদ

তারিখ 06 JAN 2016

কলাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অর্ধেক সিলেবাস না পড়িয়েই ফাইনাল পরীক্ষা

❑ সারাদেশে কলেজে অস্থিরতা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাতারাতি সেশনজট কমাতে গিয়ে অর্ধেক সিলেবাস না পড়িয়েই অনার্স তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে সারাদেশের কলেজে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। 'ছয় মাসের মাথায় পরীক্ষা নেয়া চলবে না,' 'ক্লাস নিয়ে সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষা নিতে হবে' এমন দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের বিরুদ্ধে কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে নেমেছে অনার্সের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের আজ গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের কথা রয়েছে।

কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, 'আমরা সেশনজট কমানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চিন্তার সঙ্গে একমত। তবে 'ত্রাস প্রোগ্রামে'র নামে আমাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে না। এতে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।'

গত কিছুদিন ধরে রাজধানীসহ জেলা পর্যায়ের অধিকাংশ বড় কলেজেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ, মানববন্ধন করেছেন ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনসহ পুরো পরিস্থিতি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, এখন পর্যন্ত পরীক্ষার তারিখ ২০ জানুয়ারিই নির্ধারিত রয়েছে। তবে কলেজ পর্যায়ে আন্দোলন পরিস্থিতি বেশি নেতিবাচক বা বেগতিক হলে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হবে। পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া যায় কিনা তা নিয়ে **অর্ধেক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭**

অর্ধেক : সিলেবাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চিন্তাভাবনা করছেন কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামান জানান, 'সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে কর্মসূচি নেয়ায় একাডেমিক কার্যক্রমে গতি এসেছে। তবে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবছি।'

জানা গেছে, ২০১৮ সালের মধ্যে কলেজগুলো সেশনজট মুক্ত করতে আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে সকালে ক্লাস ও বিকেলে পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচি নিয়ে 'ত্রাস প্রোগ্রামে'র ঘোষণা দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ লক্ষে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দ্রুত সময়ে ফল প্রকাশ, নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস শুরু যার একটি বড় অংশ। কিন্তু সিলেবাস অর্ধেকও শেষ না করে ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েই জটিলতা সৃষ্টি হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, আগে পরীক্ষার তারিখ জেনে ফরম পূরণ করেছে, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেনি শিক্ষার্থীরা। অথচ এখন কেন তারা আন্দোলনে নামছেন তা বোধগম্য নয়।'

তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা দুই মাস পিছিয়ে দেয়ার দাবিতে গত সোম ও মঙ্গলবার রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাব ও বিভিন্ন কলেজের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মিছিল করে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা জানায়, অনেক কলেজে এখনও ইনকোর্স ও টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হয়নি। কিছু কিছু বিষয়ের ক্লাস ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারেনি। রীতি অনুযায়ী ফরম পূরণের ৪৫ দিন পর সাধারণত পরীক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ তা না করে তাড়াহুড়ো করে এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সিলেবাস অসম্পন্ন রেখেই পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করায় তারা পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারেনি। এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কলেজ শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন, পূজা ও ঈদের ছুটির কারণে সব মিলিয়ে মাত্র দুই থেকে তিন মাস ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া হলে অনেক শিক্ষার্থীই ফেল করবেন বলেও আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আগামীতে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতাও হারাবে শিক্ষার্থীরা।

প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রনি, সাদ্দাম, রাসেল, আদমজী কলেজের মামুন, তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী আলাউদ্দিন, তেজগাঁও কলেজের রাবিদ ইসলাম, বদরুন্নেসা কলেজের সাকেয়া সুলতানা বক্তব্য রাখেন।

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে মানববন্ধন করেছে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে কবি নজরুল সরকারি কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও মহানগর মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্রী ফেরদৌস আরা এমিলি জানায়, 'গত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দ্বিতীয় বর্ষের ফল ঘোষণার মাত্র চার মাস পরে তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়। এটা অন্যায়। এ পরীক্ষা কমপক্ষে দুই মাস পেছাতে হবে।'

'পরীক্ষা নয়, শিক্ষা চাই' ব্যানারে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে নরসিংদী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাদের বক্তব্য সিলেবাস শেষ না করে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।

কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মাসুদ রানা জানায়, 'সিলেবাস অসমাপ্ত রেখেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সম্মান তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।'